মার্কিন বার্তা

AMERICAN CENTER 38-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta 700 071
Tel: 2288-1200 (7 Lines) Fax: 033-2288-1616/9460 E-mail: pacal@state.gov

Public Affairs Office of the U.S. Consulate General Calcutta

অশ্রুত কণ্ঠস্বর

পলা ডোব্রিয়ানস্কি
(মার্কিন বিদেশ দপ্তরের গোবাল অ্যাফেয়ার্স সংক্রান্ত আন্ডার সেক্রেটারি)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবু-বুশ যথার্থই মন্তব্য করেছেন, স্বাধীনতা সদর্পে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ তার অবিচ্ছেদ্য অধিকার অর্জনের জন্য তীব্র সংগ্রাম করে চলেছে। মানুষ আজ নির্বাচনের দাবিতে পথে নামছে। দুর্নীতি, নিপীড়ন ও হানাহানি বন্ধ করার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে। এবং নাগরিকদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্যে যোগ্য নেতৃত্বের আহ্বান জানাচ্ছে। স্বাধীনতার গতিপথ অন্যায্য ভাবে রোধ করার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস যাঁরা দেখিয়েছেন মুক্ত দুনিয়ার মানুষ আজ তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়েছে।

তবু আরও হাজার হাজার অথবা সম্ভবত লাখ লাখ মানুষ রয়েছে যাদের কণ্ঠস্বর আজ আমরা শুনতে পাব না। সেই সব ব্যক্তিও স্বাধীনতার পিয়াসী। কিন্তু রাজনৈতিক বা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে সব সাহসী মানুষ কঠোর লড়াই করছে তাদের তুলনায় এই স্বাধীনতাকামীদের চাহিদা ন্যূনতম।

এরা হল মানুষ পাচারের মতো এক বর্বরতার শিকার। এরা চায় দাসত্ব থেকে মুক্তি। বেগার শ্রম আর যৌন বঞ্চনার ঘৃণ্য শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায় তারা। এদের কাউকে অপহরণ করা হয়েছে, কাউকে বাড়ি থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কাউকে এমন এক জীবনযাপনে নিক্ষেপ করা হয়েছে যেখানে তাদের নিজের ইচ্ছেমতো বাঁচার স্বাধীনতা নেই। নির্যাতন, ধর্ষণ বা নিপীড়নের বিভীষিকা যেখানে প্রতি মুহূর্তে তাদের তাড়া করে বেড়ায়।

মার্কিন বিদেশ সচিব কন্ডোলিজা রাইস ২০০৫ সালের ট্রাফিকিং ইন পারসনস্ (টিআইপি) রিপোর্টটি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। মানুষ পাচারের মতো একটি অপরাধের অবসান ঘটাতে বিশ্বের ১৫০ টি দেশ কী ব্যবস্থা নিচ্ছে বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যে নিচ্ছে না তার বিবরণ ওই বিস্তারিত বার্ষিক প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মানুষ পাচারের নানা রকমফেরের প্রতিও এই রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। রণভূমিতে পাঠানো হচ্ছে শিশুযোদ্ধা, নরনারীকে যথেচ্ছ বাধ্য করা হচ্ছে বেগার শ্রমে, হতভাগ্যদের বাধ্য করা হচ্ছে পতিতাবৃত্তিতে, গৃহভৃত্যের কাজে, শিশুদের চালান করে দেওয়া হচ্ছে উটের দৌড়ে অংশ নিতে। এই ঘোরতর অপরাধগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য হল এর বিরুদ্ধে এক সুসংহত ও সামগ্রিক আন্তর্জাতিক প্রত্যুত্তরে উৎসাহ জোগানো।

আমরা মনে করি, এই রিপোর্টে প্ররোচনা থাকবে, প্রশস্তি থাকবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা চ্যালেঞ্জও জানাবে। এর একমাত্র লক্ষ্য হল, দুর্বল মানুষদের সুরক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বিভিন্ন দেশের সরকারকে প্রেরণা জোগানো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই রিপোর্ট প্রকাশ করছে মানে এই নয় যে আমাদের দেশ থেকে আমরা এই সমস্যা সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছি বা এই হীন সমস্যা সমাধানের কোনও সোনার চাবিকাঠি আমাদের হাতে মজুত রয়েছে। বরং আমাদের দেশের সরকার যেহেতু মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে তাই মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার এই চরম অবমাননার প্রতি নীরব দর্শক হয়ে আমরা থাকতে পারি না। বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও যে মানুষ পাচারের অভিশাপ বর্তমান তা মেনে নিয়ে আমাদের সরকার জাতীয় স্তরে এর বিরুদ্ধে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণের সূচনা করেছে।

স্বভাবতই আমরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অ -সরকারি কর্মীদের সাহসী কর্মকান্ডেরও অংশীদার। এঁদের অনেকেই অপরের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতেও পিছপা হননি। কিছু কিছু সরকারি অংশীদারও এই বর্বরতার বিরুদ্ধে সমান ভাবে তৎপর।

সুইডেন বা কোরিয়ায় মানুষ পাচারের শিকারগ্রস্তদের চাহিদা রোধ করার চেষ্টা চলছে অথবা গ্যাবন বা গায়ানায় মানুষ পাচার প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। কানাডায় মানুষ পাচারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন পুস্তিকা, পোস্টার প্রভৃতি প্রকাশ করা হচ্ছে ১৪ টি বিভিন্ন ভাষায়। হতভাগ্য মানুষের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে জাপানে আইন সংস্কার শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতিই আমাদের নজরে আসছে।

মানুষ পাচার রোধের সংগ্রামে নিজস্ব দায়বদ্ধতা পালনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে কারণেই বিগত বছর মানুষ পাচারের বিরুদ্ধে দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের উদ্দেশ্যে ৯ কোটি ৬০ লাখ ডলারেরও বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি সারা বিশ্বে নানা দেশের সরকার দাসত্ব রুখতে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তার চালচিত্র তুলে ধরতেও আমরা এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংকলন করেছি।

চলতি বছর জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, "কেউ প্রভু হওয়ার যোগ্য নয়, আবার দাসত্বও কারও প্রাপ্য হতে পারে না।" আমাদের নিজেদের ইতিহাসে যেহেতু দাসত্বের কালিমা লেগে রয়েছে সেহেতু এই কথাগুলি আমাদের কাছে বিশেষ অর্থবহ। মানুষ পাচারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে এগুলিই আমাদের যথার্থ দিশা জোগায়। এর ভিত্তি নিহিত রয়েছে স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদার প্রতি আমাদের সুগভীর বিশ্বাসে।

যে সব দেশ ও ব্যক্তি দাবি করেন যে তাঁরা স্বাধীনতা অভিমুখে মানুষের অভিযাত্রার সমর্থক তাঁরা কখনই এই অভিশপ্ত মানুষদের নির্বাক যন্ত্রণার প্রতি বধির থাকতে পারেন না। সরকারের অতিরিক্ত তৎপরতা ছাড়া একেকটি দিন অতিবাহিত হওয়ার অর্থই হল স্বাধীনতা থেকে আরও কিছু মানুষের বঞ্চনা। এই নিন্দনীয় অপরাধের অবসানে অঙ্গীকারবদ্ধ যে কারও সঙ্গে অংশীদারিত্বে মার্কিন প্রশাসন রাজি। এই অপরাধকে আমরা ইতিহাসের পাতায় নির্বাসনে পাঠাতে সচেষ্ট। দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকে এই অপরাধকে আমরা মুছে দিতে চাই। চিরতরে। গড়ে তুলতে চাই এমন এক দুনিয়া যেখানে প্রতিনিয়ত শুনতে পাওয়া যায় স্বাধীনতার পদধ্বনি।

****